OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 37 - 46
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

তান্ত্রিকতা ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

শুভশ্রী দাস
শিক্ষিকা, বাংলা বিভাগ
রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ
Email ID: punamsubhashree96@gmail.com
0009-0001-0176-944X
ও
নব গোপাল রায়
সহযোগী অধ্যাপক
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: nabagopal-roy@skbu.ac.in
0000-0002-8430-7725

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Tantra, Ancient, Medieval Bengali Literature, Worship, Shaktas, Shaivas, Vaishnavism, Tantricism, Indian History.

Abstract
In a large country like India, Tantra is very ancient. Not only in India, but in almost all countries of the world, this Tantra is very ancient. Bengal is considered a special part of India. Therefore, like the whole of India, the influence of Tantra can be found in Bengal as well. In a multinational country, people of different religions and religious affiliations live. However, there is no direct influence of any religion at the root of the emergence of this Tantricism. It began in the distant dark ages of Indian history. The general meaning of the word Tantra is - by which knowledge increases. With this knowledge obtained through various physical activities, people can protect themselves. However, many religions have been followed according to the Shastras at some point or the other. Among these religious scriptures, notable religious sects are Shaktas, Shaivas, Vaishnavism mainly. The root of this diversity is the taste of the people. Various branches have been created in the diversity of Tantric worship centered on different gods and goddesses. This information seeking has spread its influence in Bengali in various ways, as a result of which the direct or indirect influence of this Tantra practice is clearly seen in different branches of Bengali literature at different times. This is basically the method of practice. Although the method of practice that was prescribed for obtaining the possible objects was different, its nature was one of joy or great happiness. Although it took the form of different terminology in different sectors, the universe exists within the human body and its nature can be realized through simple practice by asking the Guru.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভারতবর্ষের মতো একটি সুবৃহৎ দেশে তন্ত্রসাধনা অতি প্রাচীন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই তন্ত্র অতি প্রাচীন। যার উৎপত্তি নিয়ে এখনও বহু গবেষণা হচ্ছে, তবে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। তন্+নৈ+ত এই তিনটি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'তন্ত্র' শব্দটি হয়েছে। 'তন্ত্র' শব্দটির সাধারণ অর্থ হল – যার দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এই জ্ঞান বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে মানুষ নিজের আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। ফলে ইহজগৎ ও পরজগতে মানুষের মঙ্গল সাধন হয়। তন্ত্র হল মানুষের সাধনপ্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে মানুষ সহজে নিজেদের চরম লক্ষ্যে পৌঁছে পেতে পারেন। এটি একটি সাধনপদ্ধতি। আর এই সাধন পদ্ধতির মধ্যে শুধু জ্ঞান নয়, জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে কর্ম।

> "তন্ত্রের মূল সাধনা কায়সাধনা অর্থাৎ দেহের মধ্যেই পরমসত্যের অবস্থান এবং সাধনায় দেহকে অবলম্বন করলেই এই সত্যের উপলব্ধি ঘটে।"[১]

অর্থাৎ তান্ত্রিক সাধকদের মতানুসারে, 'ত' হচ্ছে জড়তা, আর এই জড়তা থেকে মানুষের ত্রাণের ব্যবস্থাই হল 'তন্ত্র'।

ভারতবর্ষের মতো একটি বহুজাতিক দেশে বহু ধর্মের বিস্তার ঘটে। আর এই বহুধর্ম কোন না কোন সময় তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী প্রতিপালিত হয়েছে। এই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মসম্প্রদায় হল – শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রধানত। আসলে এই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টির মূল কারণ হল মানুষের রুচি। অনেকের মতে তন্ত্রের মধ্যে শুধু শক্তির সাধনা করাই হয়েছে, কিন্তু সেটা ভ্রান্ত তন্ত্রসাধনায় বিষ্ণু, শিব, গণেশ প্রভৃতি পুরুষ দেবতা তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। এইসব বিভিন্ন দেবদেবীকে কেন্দ্র করে তান্ত্রিক উপাসনার বিভিন্নতা ও নানা শাখা-প্রশাখা তৈরি হয়েছে। বাংলায় এই তন্ত্রসাধনা বিভিন্ন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, ফলে নানা সময়ে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এই তন্ত্র সাধনার স্পষ্ট চিত্র লক্ষ করা যায়।

তন্ত্রের বিভিন্ন সাধনপদ্ধতি – এই বিশ্বের মধ্যে অবিরত মানুষের জন্ম-মৃত্যু ঘটেই চলছে। তার থেকে মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং এক ধরনের তান্ত্রিক সাধনায় মানুষ নিয়োজিত হন। এই তন্ত্রসাধনা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় নানাভাবে হয়ে থাকে। এই তন্ত্র আলোচনায় যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলি উল্লেখ করা হল -

তন্ত্রশাস্ত্রে শিবশক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করা। এই শিবশক্তি আমাদের পরম ব্রহ্ম স্বরূপ। শক্তি হচ্ছে প্রকৃতি। ব্রহ্ম হচ্ছে শিব। প্রকৃতি ছাড়া ব্রহ্মের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তাই শিবশক্তি একীভূত হয়ে গেছে। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, স্থিতিশীল। শক্তির মাধ্যমেই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস প্রভৃতি কার্য সংঘটিত হয়ে থাকে। তন্ত্রের শিবশক্তি জগতের প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে প্রভাবিত। আর এভাবেই নারী-পুরুষের মাধ্যমে সাধনকার্য সম্পন্ন হলে নিজেদের মুক্তি সম্ভব হবে। ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, -

> "তন্ত্রমতে অদ্বয়-সত্যের দুই রূপ; এক রূপ গুণাতীত নিবৃত্তি স্বরূপ, - এইরূপ চিন্মাত্রতনু শিব ও অপর রূপ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি – তিনি প্রবৃত্তি-স্বরূপিনী, - সংসার প্রপঞ্চের কারণভূতা। এই শিব বা শক্তি কেহই অন্যোন্য নিরপেক্ষ নহেন; পরম অদ্বয় স্বরূপে এই উভয়ে থাকেন এক হইয়া – ইহাই শিবশক্তির মিথুনরূপ। এই শিব-শক্তি মিলিতাবস্থাই পরমার্থ, - ইহাই জীবনের একমাত্র কাম্য।"[২]

তান্ত্রিক মতে দেহ হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। একটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা কিছু অবস্থান করে, সেই সবকিছুই একজন মানুষের দেহে অবস্থান করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপ আমাদের প্রত্যেক দেহের জৈবিক প্রবাহের মধ্যে একই সত্য বিরাজ করছে। ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, -

> "তান্ত্রিকগণ বলেন, সকল সত্য আমাদের দেহের ভিতরে – শুধু অন্তরে নয় – আমাদের দেহের ভিতরেও। যে সত্য বিরাজিত আমাদের দেহের ভিতরে – সমগ্র জৈবিক প্রবাহের ভিতরে, সমস্ত জৈবিক প্রবাহ লইয়া আমাদের এই দেহটি আবহমান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তি। এই দেহের ভিতরেই রহিয়াছে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সংবৎসর, মাস, দিবস, তিথি, ক্ষণ। এই দেহই সত্যের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> মন্দির, সকল তত্ত্বের বাহন; ইহাকেই যন্ত্র করিয়া ইহার ভিতরেই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ইহার ভিতরেই শিব-শক্তির মিলন ঘটাইতে হইবে। নিজের ভিতরে এই শিব-শক্তির মিলনের দ্বারা সত্য-প্রতিষ্ঠা হইলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়াও সেই সত্যকে উপলব্ধি করা সহজ হইবে। সাধককে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে দেহ-ভাণ্ডে, ইহাই তান্ত্রিক সাধনার প্রথম অঙ্গ।”[৩]

এই দেহের মধ্যে শিবশক্তির অবস্থান। দেহের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীর অবস্থান আছে। তার মধ্যে বত্রিশটি নাড়ী শ্রেষ্ঠ। এই নাড়ীগুলির মধ্যে আবার তিনটি নাড়ী প্রধান – ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। এই সুষুম্না নাড়ীটি নিম্নস্থান মূলাধার থেকে উচ্চস্থান সহস্রধার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। অর্থাৎ গুহ্যদেশ থেকে শিরদেশ পর্যন্ত। আর এই শিরদেশে অবস্থান করেন শিব। ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ এই দেহে ষটচক্র বা পদ্মের অবস্থান আছে। এই ষটচক্র বা পদ্মগুলির নাম হল - মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা। তবে এই ছয়টি পদ্ম ছাড়াও মাথায় সহস্রার পদ্মের অবস্থান। এই ছয়টি চক্রের মধ্যে মূলাধারে অবস্থান করে কুণ্ডলিনী শক্তি। সাধক উপাসনার মাধ্যমে সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগিয়ে তুলে এই ছয়টি চক্র ভেদ করে সহস্রায় অবস্থিত শিবের সঙ্গে মিলন ঘটান। শিবশক্তির এই মিলন ঘটলেই সাধক পরম আনন্দ উপলব্ধি করেন। তান্ত্রিকদের মতে, মর্ত্যজগতের প্রত্যেক নরনারীর দৈহিক যে মিলন তাই শিবশক্তির মিলন। কিন্তু তান্ত্রিকদের মতে, বাস্তবজগতের নরনারীর এই মিলন নিম্নমুখী। তান্ত্রিকগণ তাঁদের সাধনার যোগপ্রণালীর মাধ্যমে প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তির রাজ্যে উল্টা পথে উপনীত হন। এভাবে নিজের ভেতরে শিবশক্তির মিলনের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব। সাধককে তাই দেহভাণ্ডের মধ্যে ফিরে আসতে হয়।

তন্ত্র সাধনায় যে ‘পঞ্চম’ কারের কথা উল্লেখ আছে সেগুলি হল – মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। এই পঞ্চ ম-কারের মাধ্যমে দেহের মূলাধারে অবস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে শিবের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তন্ত্রসাধনায় নারীকে বিশেষ উচ্চ আসনে স্থান দেওয়া হত। অন্যান্য শাস্ত্রের মতো তন্ত্রের মধ্যেও গুরুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গুরু ব্যতীত তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি লাভ করা সহজ নয়। আর এই সাধনায় শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণ সাংকেতিকতায় পূর্ণ। যা গুরু নির্দেশিত পথ ছাড়া বোঝা অসম্ভব। না হলে রহস্য উদ্ঘাটন করা একেবারেই সম্ভবপর হয় না। অন্যথায় এই তন্ত্রসাধনায় গুরু নির্দেশিত পথ ছাড়া সাধককে সাধনার জটিল প্রক্রিয়ায় পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে সমর্পিত হতে হবে।

তন্ত্র সাধারণত ক্রিয়ামূলক হয়ে থাকে। নিয়মমাফিক বিভিন্ন ভাবে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধনা করা হয়। এই সমস্ত ক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠানগুলি প্রত্যেকটাই রহস্যে আবৃত। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – নারীসহ সাধনা, পঞ্চতত্ত্ব সাধনা, ষটচক্র প্রভৃতি। এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনের সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে। মানুষের জীবন যখন একটা দুর্যোগের মধ্যে পড়ে, সেই সময় মানুষ নিজেদের মুক্তি লাভের জন্য ধর্ম-দর্শন নানাভাবে তান্ত্রিক আচার পালনের দ্বারা নিজেদের মুক্তি খোঁজার চেষ্টা করে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই নারী-পুরুষ পরস্পর মিলনের মাধ্যমে গুহ্য আচার পালনের দ্বারা এই ধর্মসাধনা পালন করে আসছে। বাংলাদেশেও এই সাধনা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। তবে এই সাধনা বিভিন্ন ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। যেমন বৌদ্ধ ধর্মের সংস্পর্শে এসে বৌদ্ধ সহজিয়া তন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৈষ্ণব সহজিয়া তন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। তবে বাইরের দিক থেকে পৃথক দেখালেও, ভেতরে একটা ভাবগত ঐক্য লক্ষ করা যায়।

তন্ত্রের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসে সুপ্রাচীন। ভারতবর্ষের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসেবে ধরা হয় বাংলাকে। তাই সারা ভারতের মতো বাংলাতেও তন্ত্রসাধনার প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়। এই তন্ত্রসাধনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্বসিদ্ধান্তের সঙ্গে সংগতি রেখে মূল তত্ত্বসিদ্ধান্তের কিছু পরিবর্তন করে নিয়েছে, যার ক্রমপরিণতি বাংলায় বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথ সম্প্রদায় প্রভৃতি।

তন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চর্যাপদে তান্ত্রিক সাধনা - আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তান্ত্রিকতার প্রভাব নিয়ে আলোচনা থাকলেও, তন্ত্র প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। এই চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধন গ্রন্থ। চর্যাপদের মধ্যে তান্ত্রিকার সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। এই গ্রন্থের মধ্যে চর্যাকারেরা তাঁদের সাধন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। চর্যাপদ রচিত হয় আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের একটি শাখা মহাযান; তাদের সাধনপ্রণালী এই গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তবে এই ধর্মমত প্রচলিত হওয়ার ইতিহাসটাও আমাদের জেনে রাখা উচিৎ।

গুপ্তযুগে বাংলায় প্রথম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পরিচয় জানতে পারা যায়। তবে জানা গেলেও পাল রাজত্বের পূর্বের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর বাণীর প্রকৃত অর্থ ও আদর্শ নিয়ে নানাভাবে বিতর্ক তৈরি হয়। ফলে হীনযান ও মহাযান নামে দুটি শাখার সৃষ্টি হয়। মহাযানীদের লক্ষ্য ছিল শূন্যতা ও করুণার মাধ্যমে বোধিসত্ত্ব অবস্থার মাধমে ভগবান বুদ্ধকে লাভ করা সম্ভব। কিন্তু কালের ধারায় মহাযান সম্প্রদায় দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় – পারমিতানয় ও মন্ত্রনয়। পারমিতার মধ্যে প্রথমে ছয়টি উপাদান – দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা যুক্ত হলেও পরবর্তীতে আরও চারটি উপাদান যুক্ত হয় – উপায়, প্রণিধান, বল ও জ্ঞান। কিন্তু এগুলি সাধারণ মানুষের কাছে ছিল বোধগম্যের বাইরে। তাই আচার্যেরা সাধারণ মানুষের কথা ভেবে মন্ত্রশক্তির মাধ্যমে বোধিসত্ত্বকে স্থায়ী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এভাবে মন্ত্রযানের হাত ধরে তন্ত্রসাধনার বিভিন্ন যৌনাচার বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করে। তাই দেখা যায় মন্ত্রনয়ের শুরুতে মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল বিশেষভাবে স্থান দখল করেছে। এই মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডলের মাধ্যমে তান্ত্রিকেরা নিজেদের সাধন কার্য সম্পন্ন করেন। মন্ত্রের মাধ্যমে তান্ত্রিকসাধক শক্তিকে জাগিয়ে তোলেন এবং শক্তি জাগ্রত হলে নিজ নিজ মণ্ডল গ্রহণ করেন, এরপর সাধক করন্যাস বা মুদ্রার মাধ্যমে সেই শক্তিকে অভিষেক করেন। এই উপাদানগুলির সঙ্গে পরবর্তীতে তান্ত্রিক গুহ্যক্রিয়া ও যোগ দেহসাধনা যুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান যুক্ত হয়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম পরবর্তীতে বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযানে বিভক্ত হয়ে যায়।

মহাযানীদের মতে মানুষের বোধিচিত্ত শূন্যতা ও করুণায় পূর্ণ। তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের সাধকরাও মনে করেন এই শূন্যতা ও করুণাকে মেলাতে পারলে তবেই মহাসুখ লাভ করা সম্ভব। এই শূন্যতা ও করুণা হল প্রজ্ঞা বা নারী ও উপায় বা পুরুষ। তান্ত্রিকমতে ইড়া ও পিঙ্গলা। এছাড়াও তান্ত্রিকদের মধ্যবর্তী নাড়ী সুসুম্না, বৌদ্ধতন্ত্রে তা অবধূতিকা নামে পরিচিত। তন্ত্রে উল্লেখিত ষটচক্রের মতো তান্ত্রিক বৌদ্ধদের চারটি চক্র বা পদ্মের কথা পাওয়া যায় – নির্মাণচক্র (নাভিতে অবস্থিত), ধর্মচক্র (হৃদয়ে অবস্থিত), সম্ভোগচক্র (কণ্ঠে অবস্থিত), মহাসুখ চক্র (মস্তকে অবস্থিত)। সাধক নিম্ন গতিসম্পন্না শূন্যতাকে যোগবলের দ্বারা রুদ্ধ করে দুই নাড়ীর মধ্যবর্তী ধারা তৈরী ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকেন। এভাবে প্রথমে নির্মাণচক্র, ধর্মচক্র, সম্ভোগচক্র এবং শেষে মহাসুখচক্রে উপনীত হন।

চর্যাপদে বর্ণিত পদগুলিতে শূন্যতা ও করুণা, প্রজ্ঞা ও উপায় প্রভৃতি মিলনের কথা বলা হয়েছে, তবে এই নামগুলি বিভিন্নপদে বিভিন্নভাবে নামকরণ করা হয়েছে। তন্ত্রে যেরকম শিব ও শক্তির মিলনের মাধ্যমে মহাসুখ লাভের কথা বলা হয়েছে, সেরকমভাবে চর্যাপদেও বর্ণিত, -

১. "ভণই লুই আম্হে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা।।"(১ নং পদ)

চাটিলপাদ তাঁর পদের মাধ্যমে তান্ত্রিকদের সাধনপ্রণালী সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন –

"ভবণই গহম গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামিলোঅ নিভর তরই।।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
আদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ।।
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডি বোহি দূর ম জাহী।।"

এই পদটির সরলার্থকে বাদ দিয়ে যদি আমরা রূপক অর্থে যাই তাহলে দেখা যায়, একটি অদ্বয় সাধনপ্রণালী। এখানে সাঁকো হচ্ছে মধ্যবর্তী অবধূতীকামার্গ, ভবনদীর দুই তীর বামগা ও দক্ষিণগা। কবি বলেছেন এই দুই তীরের মায়া ত্যাগ করতে হবে এবং মধ্যপথ গ্রহণ করতে হবে। তাঁর জন্য গুরুর কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে।

তন্ত্রসাধনার মতো চর্যাপদ রচনাতেও গুরু-প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে। তন্ত্রের মতো বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকেরাও গুরুকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখেছেন, কারণ গুরু নির্দেশিত পথ ছাড়া মহাসুখ লাভ করা সম্ভব নয়...

১. "দিঢ় করিঅ মহাসুখ পরিমাণ।/ লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।"
২. "বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছী।"

সহজিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যে তান্ত্রিকতা - বিভিন্ন মত অনুযায়ী, বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মসম্প্রদায়ের একটি বিশেষ রূপান্তর। তবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশেষ রূপান্তর হলেও এই বিশেষ সম্প্রদায় হিন্দু তান্ত্রিকতার দ্বারা প্রভাবিত। পালযুগ অতিক্রম করে সেনরাজাদের আবির্ভাব ঘটলে, সেনও রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় একে একে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন শুরু হয়। তবে পাল রাজাদের সময়ে নরনারীর মিলনজনিত যে গুহ্য সাধনা ছিল তা একসময় স্তিমিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সেনরাজাদের সময়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের যে জোয়ার তৈরি হয়েছিল, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে তা প্লাবিত হয়ে যায়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বৈষ্ণব সাহিত্য দিক্‌শূন্য হলে পরবর্তীতে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, বীরভদ্র প্রমুখ বৈষ্ণবীয় নেতাদের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল। তবে নতুন করে একটি উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল, যা বৈষ্ণব সহজিয়া নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়টি সম্পর্কে অক্ষয়কুমার দত্ত বলেছেন, -

> "এ সম্প্রদায়ের লোকেরা বহুদেশে তাম্র অথবা লৌহের একটা কড়া রাখে, অন্যান্য বৈষ্ণবদের ন্যায় ডোর, কৌপীন ও বহির্ব্বাস ব্যবহার করে এবং তিলক ও মালাও ধারণ করিয়া থাকে। ঐ মালার মধ্যে স্ফটিক, পলা ও শঙ্খাদির মালা সন্নিবেশিত করিতে দেখা যায়।"[৪]

এই বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিকতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। রাধাকৃষ্ণের ভাবনা সহজিয়া মতে নতুন ভাবে তৈরি হয় – তান্ত্রিক সাধনায় অদ্বয়তত্ত্বের শিবশক্তি বৈষ্ণব সহজিয়ায় রাধাকৃষ্ণে পরিণত হয়। তবে তন্ত্রের মধ্যে যেখানে ছিল যোগসাধনার কথা, সেখানে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ে যোগসাধনা পরিণত হয়ে গেল প্রেমসাধনায়। এই প্রেমসাধনার মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করার কথা বলা হয়েছে। 'অমৃতরসাবলী' গ্রন্থে পাওয়া যায়, "আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে।" নিজেকে জানার অর্থ নিয়ে মণীন্দ্র মোহন বসু তাঁর 'সহজিয়া সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকায় দুই ধরনের অর্থের কথা বলেছেন, - ১. নিজের শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা, ২. আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা।

সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল – লোচনদাস রচিত 'দুর্লভসার', মুকুন্দদাসের 'অমৃতরত্নাবলী', যুগলদাসের 'আগমসার', প্রেমদাসের 'আনন্দ ভৈরব' প্রভৃতি। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালী সম্পর্কে জানা যায়। সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ তান্ত্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত। তান্ত্রিক সাধকদের মতো সহজিয়া মতের সাধকেরাও বিশ্বাস করেন, এই দেহের মধ্যেই সমস্ত তত্ত্ব অবস্থান করে। সহজিয়া বৈষ্ণবেরা মনে করেন পরকীয়া প্রেম ও মিথুনাচারের মাধ্যমে তাদের সাধনার সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। তান্ত্রিকদের মতো শিবশক্তির বদলে তাদের সাধনা রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করেছে। আর এই রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে তারা কামকে প্রেমে পরিণত করতে চায়। এমনকি তারা মনে করেন, রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমলীলা শুধু স্বর্গের বস্তু নয়, তা মর্ত্যেরও বস্তু। এছাড়াও মনে করেন পৃথিবীর প্রত্যেকে নরনারীর মধ্যে এই রাধাকৃষ্ণ আরোপ করতে পারবেন। এই রাধাকৃষ্ণ আসলে রস ও রতির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রতীক। এই আরোপ সাধনার মাধ্যমে নিজস্ব স্বরূপ উপলব্ধি হলে নরনারীর পরস্পর আকর্ষণে শরীরে কাম জাগ্রত করে; আর এই কাম থেকেই প্রেমের উৎপত্তি ঘটে।

দেহের মধ্যে সবকিছু আছে, সে সম্পর্কে 'অমৃতরত্নাবলী' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে –

"সকলের সার হয় আপন শরীর।
নিজ দেহ জানিতে আপনি হবে স্থির।।
দেহকে জানতে যদি পার ভাল মনে।
দেহেতে সকল আছে এ চৌদ্দ ভুবন।।"

অর্থাৎ প্রেমের সাধনা যে দেহকে অবলম্বন করে হয়, তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। আর এই দেহসাধনার মাধ্যমে 'আমার' অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেলে, নিজেকে জানার মাধ্যমে সহজবস্তু লাভ করা সম্ভব হয়। 'অমৃতরসাবলী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে –

"ভজনের মূল এই নরবপূ দেহ।
নরবপূ দেহ হইলা সর্ব্ব কর্ত্তা যেই।।
নরবপূ না হইলে দুখ সুখ নাহি জানে।
এ কেন নাহি চিন কে বটে আপনে।।
আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে।"

আর এই দেহ সাধনা করতে গেলে বাইরের অন্ধকার বা ইন্দ্রিয় বিকার এবং মনের অন্ধকার বা অবিদ্যা দূর করার কথা বলা হয়েছে। এই দুই অন্ধকার দূর হলে তবেই সহজ ধর্মের সাধনায় প্রবেশ করা সম্ভব –

"সহজ জানিবে কে।
নিবিড় অন্ধকার যে হইছে পার
সহজে পশিছে সে।।"

এছাড়াও সাধনায় সিদ্ধি লাভ কীভাবে সম্ভব, সে সম্পর্কেও বলা হয়েছে –

"বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকহ একের কাছে।"

এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সম্পূর্ণই আসলে তান্ত্রিকদের সাধনার প্রভাব। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে তিনটি দ্বারের মধ্যে দুটি দ্বারকে পরিত্যাগ করে সুষুম্নার পথে নিজেকে চালিত করলে অভীষ্ট সিদ্ধ লাভ করা সম্ভব।

তান্ত্রিকদের মতো সহজিয়া বৈষ্ণব সাধকেরাও দেহের মধ্যে নানা নাড়ী ও চক্রের কল্পনা করেছেন। তবে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকেরা নাড়ী ও চক্রের পরিবর্তে সরোবর ও পদ্মের কল্পনা করেছেন। 'অমৃত রসবালী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে –

"এক সরোবর পৃথিবী ভিতর
কমল ফুটিল তায়।
ফুলের রসে সরোবর ভাসে
দু'ধার বহিয়া যায়।।"

নাথসাহিত্যে তন্ত্র প্রভাব - বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যান্য সাহিত্যের মতো নাথ সম্প্রদায়ের রচিত সাহিত্যও বিশেষভাবে পুষ্ট করে তুলেছে। এগুলি উদ্ভবের আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় –

"বাংলা নাথসাহিত্য বলতে কয়েকটি গাথাকাব্য এবং কতগুলি যোগমার্গীয় গানকেই বুঝায়।"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই নাথসাহিত্য অনেকটা তান্ত্রিক সাধনার তন্ত্রোক্ত চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। এই সাহিত্যশাখার দুটি বিশেষ শ্রেণীর রচনার পরিচয় পাওয়া যায় - গোরক্ষবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গান। আর এই দুটি শাখায় তন্ত্রসাধনার – গুরুবাদ, দেহভাণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করা, নাড়ী ও চক্র প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

'গোপীচন্দ্রের গান' গ্রন্থে তন্ত্র প্রভাবিত গুরুর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলের অমরত্ব লাভের জন্য শিব গোরক্ষনাথ ময়নামতীকে গুরুর কাছে সিদ্ধি লাভ করার কথা বলেছে, -

"বিধাতার কলম খণ্ডান না যায়।
ভাঙ্গা জোড়া দুইটি কর্ম বিধাতা করায়।।
আড়াই মাসের সন্তান আছে তোর গর্ভেরে মাঝারে।
তাহার আশীর্বাদ দেই দেবগণ পথের মাঝারে।।
আঠারো জনম ছেইলার উনিশে মরণ।
শীঘ্র নেগি ভজাইস সিদ্ধা হাড়ির চরণ।।
ঐ সিদ্ধাক ভজাইলে তোমার ছেইলার না হবে মরণ।।"

তাই শঙ্কিত মাতা ময়না সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনার জন্য গোপীচন্দ্রকে বাম হাত দিয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ দিয়ে বলে গুরু ভজনা করার কথা –

"জীও মোর, রাড়ির পুত্র, ধর্মে দিলাম বর।
যত সাগরের বালা এত আয়ুব্বল।।
ত্রিভুবন টলিয়া গেলে না যাবু যমের ঘর।।
শীঘ্র যাইয়া গুরু ভজ সিদ্ধা হাড়ির চরণ।
সিদ্ধা হাড়িক ভজলে গুরু, না হবে মরণ।।"

এই গুরুমাহাত্ম্য প্রসঙ্গ নাথসাহিত্যে বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে, যা অনেকটাই তন্ত্র ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মিল আছে।

তান্ত্রিক সাধনার মতো নাথসাহিত্যে কায়া সাধনার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, -

> "এই মরণশীল দেহকে হঠযোগের সাহায্যে মৃত্যুঞ্জয় করে অমর শিবতনু বা বৈন্দবতনু লাভই নাথসিদ্ধদের সাধনার চরম লক্ষ্য।"[৬]

তান্ত্রিকদের মতো নাথপন্থী সাধকেরাও মনে করেন এই দেহের মধ্যেই সবকিছু। তান্ত্রিকেরা মনে করেন এই দেহের মধ্যেই সবকিছু অর্থাৎ তাদের মতে এই দেহই ব্রহ্মাণ্ড, আর এই ভাবনাই নাথপন্থীদের মধ্যেও বিরাজিত। তাই 'গোপীচন্দ্রের গান'-এ দেখা যায়, ময়নামতী গোপীচন্দ্রকে বলেছে -

"গাছের নাম মনোহর ফলের নাম রসিয়া।
গাছের ফল গাছে থাকে বোঁটা পড়ে খসিয়া।।
কাটিলে বাঁচে গাছ, না কাটিলে মরে।
দুই বিরিখের একটি ফল জননী সে ধরে।।
হিদ্দি গয়া হিদ্দি গঙ্গা হিদ্দি বাণারসী।
মুখে হল তোর জপতপ মস্তকে তুলসী।।
মনের আনন্দ তনে বাড়, আত্মমায় বসি খাও।
জীতা লয়ে শুয়ে থাকি মহতী নিদ্রা যাও।।"

এই যে সাধনার প্রসঙ্গ তা সম্পূর্ণটাই তান্ত্রিক প্রভাবিত। এখানে তিনটি নদী – গয়া, গঙ্গা, বাণারসী। এই তিনটি নদী তন্ত্র মতে – ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না।

এছাড়াও গোপীচন্দ্রের গান-এ যমের সঙ্গে ময়নামতীর যুদ্ধ প্রসঙ্গে ময়নামতীর কায়া বদলের যে বিভিন্ন প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, সেগুলো অনেকটা তন্ত্র প্রভাবিত –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১. "মহামন্ত্র গিয়ান লৈল বুড়ী ময়না হৃদয়ে জপিয়া।
সোনার ভোমরা হৈল কায়া বদলিয়া।।"
২. "মহামন্ত্র গিয়ান নিল হৃদয়ে জপিয়া।
চ্যাঙ্গা বোড়া সাপ হৈল বুড়ী ময়না বদলিয়া।।"

ময়নামতী হাড়িসিদ্ধার অলৌকিক বর্ণনা নিয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানেও তন্ত্রের প্রভাব লক্ষ করা যায়, "চন্দ্রসূর্য দুইজন কুণ্ডল কানের।" শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, -

> "নাথগণের সূর্যচন্দ্র তত্ত্বের একটু গভীরতর অর্থ আছে। তাঁদের মতে, চন্দ্র থেকে ক্ষরিত অমৃতধারাকে নিম্নের দহনাত্মক সূর্যের গ্রাস থেকে রক্ষা করে এবং পান করে যোগী অমরত্ব লাভ করিতে – অর্থাৎ পঞ্চভৌতিক দেহকে অবিনশ্বর দিব্যদেহে পরিবর্তিত করতে পারেন।"[৭]

বাংলা নাথ সাহিত্যের আর একটি শাখা – 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে এরকম তান্ত্রিক সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। গুরুর প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে, -

"যেই নিদ্রা সেই কাল জানিয় নিশ্চএ,
সদ্‌গুরু ভজিলে (গুরু) আত্তমা পরিচএ।"

নাড়ী প্রসঙ্গ –

"শুক্রবারে বহে বারি সুষমনা জান,
গঙ্গা যমুনা দুই ধরয়ে উজান।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই সুমেরুর চূড়া,
মধ্য কমল মধ্যে কী হয়ে চোরা।"

তান্ত্রিকদের মতো গোরক্ষ বিজয় গ্রন্থেও উল্লেখ রয়েছে দেহের মধ্যে সবকিছু..."দেহমধ্যে বারাণসী আর নাই তিথ।"

বাউল গানে তন্ত্র প্রভাব - "বাঙলা 'বাউল' ও হিন্দী 'বাউর' সম্ভবত সংস্কৃত 'বাতুল' অথবা 'ব্যাকুল' শব্দ থেকে আগত।"[৮] বাউল সম্প্রদায়ের সাধনা তান্ত্রিক সাধনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

গুরুর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বাউলদের মূল সাধনা হল 'মনের মানুষে'র অনুসন্ধান। আর মনের মানুষের অনুসন্ধান করতে হলে প্রেম প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রেমের পথ এত সহজ নয় যে তা সহজেই পাওয়া সম্ভব কারণ এতটাই জটিল। কেননা প্রেম থেকে ধীরে ধীরে কামের জন্ম। এই যে জটিল দুরূহ সাধনা তার জন্য দরকার গুরুর নির্দেশ। তবে কিছু কিছু গানে গুরু হিসেবে সূফী সাধনার প্রভাবে গুরুকে মুর্শিদ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে –

১. "দিন থাকিতে মুরশিদ ধরে সাধন ভোজন করতে হয়
ও তার কিসের কুম্ভীরের ভয়।"
২. "দেহের তত্ত্ব জানবি তবে আগে যেয়ে গুরুর চরণ ধর
পাবি রে তুই নিত্য দেহ চারিচন্দ্র সাধন কর।"

তান্ত্রিকদের মতো, বাউল সাধকেরাও বিশ্বাস করেন এই দেহভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিনিধি –

"দেহের মাঝে আছে নিত্য বৃন্দাবন।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে রত্নবেদী সিংহাসন।"

বাউলদের সাধনা তন্ত্র প্রভাবিত। তান্ত্রিক সাধকেরা বামগা (ইড়া) ও দক্ষিণগা (পিঙ্গলা) নাড়ীকে রুদ্ধ করে নিম্নগা গতিকে মধ্যপথে (সুষুম্না) পরিচালিত করে করে। এই প্রভাব বাউল গানে দেখতে পাওয়া যায় –

"ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না গঙ্গা সরস্বতী যমুনা
এই তিনটি নদীর নমুনা বহিতেছে অনুক্ষণ।"

তান্ত্রিকেরা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের মাধ্যমে তাদের সাধ্যবস্তু লাভ করেন, যা বাউল গানেও দেখা যায়, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১. "মৃণাল হাওয়ার গতি, ত্রিগুণ-ধারিণী শক্তি যথায় বসতি,
তারে জাগালে যোগনিদ্রা, সাধ্যধন বাধ্য হয়;"
২. "গুহ্যমূলে মূলাধারে কুণ্ডলিনী সর্পাকারে
বন্দী করে জীবাত্মারে সুধা পানে অচেতন।
গুরু মন্ত্র প্রণব বীজে কুণ্ডলিনী জাগবে নিজে
ষড়পদ্ম সরসিজে ক্রমে করবে আরোহণ।"

শাক্ত পদাবলী সাহিত্যে তন্ত্র প্রভাব - অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রভাব বিস্তারকারী বাংলা সাহিত্যের শাক্ত পদাবলী পদগুলির মধ্যে তন্ত্র সাধনার সকল বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান উল্লেখিত হয়েছে। তন্ত্রের শক্তিপূজা পদ্ধতি, কুণ্ডলিনী যোগ, দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি শাক্ত সাধনায় স্থান পেয়েছে, এককথায় তন্ত্রের উপাস্থ ও উপাসনা পদ্ধতির অনেক কিছুই এই বাংলা শাক্ত পদাবলী সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। তন্ত্রের গুরু প্রসঙ্গ শাক্ত পদাবলিতেও দেখা যায়, -

"আপন ভেবে যতন করে চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।
গুরু রোপণ করেছেন বীজ ভক্তিবারি তায় সেঁচ না
ও রে একা যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।"

পুরাণে ও তন্ত্রে কালীর বর্ণনার সঙ্গে কমলাকন্তের কিছু কিছু পদেও দেখা যায়।

> "মুক্তকেশী কালীরূপে শ্মশানে বিহার করেন। চিতার আগুনে চিতাভস্মের মধ্যে উলঙ্গিনী হইয়া নৃত্য করেন।"[৯]

জগজ্জননীর রূপ পর্যায়ে কমলাকান্ত বর্ণনা দিয়েছেন -

"রঙ্গে নাচে রণ-মাঝে, কার কামিনী মুক্তকেশী।
হইয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি।।
কে রে তিমির বরণী বামা, হইয়া নবীনা ষোড়শী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি।।"

আর দেবীর এই রকম অবস্থায় সাধকেরা দেবীর পূজায় অগ্রসর হন।

তন্ত্রে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করার কথা আছে, আর কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করার প্রসঙ্গ বাংলা শাক্ত পদাবলী সাহিত্যেও দেখা যায়। আর এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে হলে দেহের সাধনকেই গুরুত্ব দিতে হবে এবং দেহের মধ্যে বায়ু, নাড়ী, যে সাধনা তা একান্ত ভাবেই গুরুর কাছে সঠিক ভাবে শিখে নিতে হবে। কমলাকান্ত তাঁর পদে বলেছেন, -

"মন-পবনের নৌকা বটে বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বলে
মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার সুবাতাসে বাদাম তুলে।
মহামন্ত্র কর হাল কুণ্ডলিনী কর পাল
সুজন-কুজন আছে যারা তাদের দে রে দাঁড়ে ফেলে।
কমলাকান্তের নেয়ে নোঙর তোল দুর্গা কয়ে
পড়িবি তুফানে যখন সারি গাবি সবাই মিলে।"

এই পদটিতে উপাসনা তত্ত্বের স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ দেহের মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে গেলে তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতির সাহায্যেই তা সম্ভব। তাই মনকে মহামন্ত্রের দ্বারা শোধিত করে দুর্গা নাম স্মরণ করে নৌকার নোঙর খুলতে হবে। যদি তুফান আসে তাহলে সারি গাইলে মন, বায়ু, মানসিক বৃত্তি এবং কুণ্ডলিনী শক্তি একমুখী করা সম্ভব। নন্দকুমার রায় কুণ্ডলিনী জাগরণের প্রসঙ্গটি সুন্দরভাবে তাঁর পদে তুলে ধরেছেন, "তত্ত্ব হবে পর-তত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে।" অর্থাৎ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 06
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কুণ্ডলিনী জাগরণের মাধ্যমে তত্ত্বে উপস্থিত হওয়া সম্ভব, এর জন্য প্রাণায়ামের মাধ্যমে বায়ুকে সংযম করতে হবে। তাই সমস্ত ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যকে দূরে সরিয়ে শিব-শিবার যোগ ঘটাতে হবে।

তান্ত্রিকদের মতো শাক্ত পদকর্তারাও মনে করেন এই দেহের মধ্যেই সবকিছু আছে। তাই কমলাকান্তের পদে দেখা যায়, -

"আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে।
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ-অন্তঃপুরে।
পরম ধন পরশমণি – যে অসংখ্য ধন দিতে পারে,
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে।।
তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন উচাটন হ'য়ো না রে,
আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে।"

অর্থাৎ এই দেহকে ছেড়ে বাদ দিয়ে তীর্থে যাওয়া বৃথা, এই দেহের মধ্যেই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার মিলন স্থান ত্রিবেণী উপস্থিত আছে। রামপ্রসাদের একটি পদে দেখা যায়, -

"ডুব দে মন কালী ব'লে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু-চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে।।"

এখানেও কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা উল্লেখিত, যা তন্ত্র প্রভাবিত। এই সাহিত্য শাখাগুলি ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল কাব্যের চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল কাব্যেও তন্ত্র প্রভাবিত দেবী মাতৃকার বন্দনা ফুটে উঠেছে।

Reference:

১. দাশ, ড. নির্মল, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ১৯১৪, পৃ. ৫৮
২. ভট্টাচার্য, শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, শাক্ত পদাবলী – সাধনতত্ত্ব ও কাব্য বিশ্লেষণ', এস্ ব্যানার্জি এন্ড কোং, কলিকাতা–০৯, জানুয়ারি ১৯৬০, পৃ. ১৯
৩. ভট্টাচার্য, শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, 'শাক্ত পদাবলী – সাধনতত্ত্ব ও কাব্য বিশ্লেষণ', এস্ ব্যানার্জি এন্ড কোং, কলিকাতা – ০৯, জানুয়ারি ১৯৬০, পৃ. ২০
৪. দত্ত, অক্ষয়কুমার, ভারতবর্ষীয় উয়াপ্সক সম্প্রদায়, পৃ. ২৩৫
৫. দাশগুপ্ত, শ্রী শশিভূষণ, 'বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা', ভারবি, কলকাতা - ৭৩, ডিসেম্বর ২০২৫, পৃ. ৭৯
৬. দাশগুপ্ত, শ্রী শশিভূষণ, 'বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা', ভারবি, কলকাতা – ৭৩, ডিসেম্বর ২০২৫, পৃ. ৮৬
৭. দাশগুপ্ত, শ্রী শশিভূষণ, 'বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা', ভারবি, কলকাতা - ৭৩, ডিসেম্বর ২০২৫, পৃ. ৯০
৮. দাশগুপ্ত, শ্রী শশিভূষণ, 'বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা', ভারবি, কলকাতা - ৭৩, ডিসেম্বর ২০২৫, পৃ. ৬৮
৯. চক্রবর্তী, শ্রী জাহ্নবী কুমার, 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা', ডি.এম, লাইব্রেরি, কলকাতা-০৬, ২০০৬, পৃ. ১৫৩